পূজনীয়
আচার্য শ্রীনন্দলাল বসু
এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকে
দিয়েছেন

লেখকের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

Poems

চিত্রোৎপলা

গীতমঞ্জরী

উষসী

ইন্দ্রধনু

রূপমঞ্জরী

কানাই সামন্ত

ফাল্গুন
১৩৫৬

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা ॥ ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা

মুদ্রক শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস ॥ ৩০ কর্ণওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা

তিন টাকা

রূপমঞ্জরী

ভাব পেতে চায় ছন্দ আপন
কথা আপনার সুর—
নিকট তো তবু নিকটে হয় না,
দূর থেকে যায় দূর।

কথা মিছে, ব্যথা মিছে—
রহস্যময় অনন্ত লোক
জাগে সদা আগে পিছে—
রহস্যময় মুগ্ধ জীবন
বিস্ময়-পরিপূর।
ভাব তবু চায় রূপ ও ছন্দ,
কথা চায় তবু সুর।

চেরী ও চন্দ্রমল্লিকা

সুরসিক

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

করকমলেষু

গৌড়জনের অগোচরে সন্তঃপাতী এই কবিতাকুসুম ফুটে ঝরে যাবার আগে, অন্তত আপনার সহৃদয় দৃষ্টি পড়ুক এর করুণ সৌন্দর্যে।

এই অংশের কবিতাগুলি বিদেশী কবিতার ভাষান্তর। প্রথম এগারোটি কবিতার মূল চীনা। শেষ তিনটির মূল ইংরেজি। অবশিষ্ট কবিতাগুলি মূলতঃ জাপানি।

চীনা আর জাপানি সংস্কৃতির পটভূমিতে ধ'রে দেখলে চীনা ও জাপানি কবিতাগুলির মর্ম উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হবে। প্রথম কবিতাটি খৃস্টপূর্ব দ্বাদশ শতকে লেখা ব'লে অনুমিত; দ্বিতীয় কবিতার কবি একজন সম্রাট; চতুর্থ কবিতার কবি হলেন লি-পো আর লক্ষ্য তু-ফু, উভয়েই প্রতিভাগুণে বিশ্ববরেণ্য, ষষ্ঠ কবিতাটি তু-ফু'র রচনা, প্রবাসীর চোখের সমুখে সমুদ্র আর মনের সমুখে স্বদেশের শৈলমালা; একাদশ কবিতাটির কবি রাজা বা রাজমন্ত্রীদের দ্বারা যথেষ্ট উৎপীড়িত হয়ে থাকবেন মনে হয়; দ্বিচত্বারিংশ কবিতাটির যিনি রচয়িতা তাঁকে স্বদেশের জন্য যুদ্ধে যেতে হয়েছিল, আর ফেরেন নি। মূল কবিতাগুলির সম্বন্ধে এ হল দু-চার কথা, সব কথা নয় তা বলাই বাহুল্য।

১

নীলাকাশে শুভ্র মেঘ ভাসে।
যেতে হবে সুদূর প্রবাসে।
বিরহবন্ধুর পথখানি।
তোমার আমার মাঝে রানী,
অন্তরায় রচিবে অচিরে
নিরুত্তর শৈলশিরে-শিরে।

বিরহীরে করিয়ো স্মরণ,
মৃত্যু তুমি কোরো না বরণ
হে অভিমানিনী।

২

আজি আর
চেলাংশুকে নাহি জাগে তার
মৃদু
মর্মরিত ধ্বনি।
শ্বেতশিলাতলে ধুলা জমেছে এখনি।
শূন্য বাসরের রুধি দ্বার
ঝরা পাতা নিত্য স্তূপাকার।

ব্যর্থ স্মরণেতে হায়, কী বৃথা বিষাদে
অহরহ প্রাণ মোর কাঁদে।

৩

দলে দলে উড়ে গেছে পাখি।

মেঘমালা মিলায়েছে, কিছু নাই বাকি।

একা বসে আছি, ঊর্ধ্বে ধবলীশিখর ওই জাগে।

শ্রান্তি নাই এই অনুরাগে।

৪

তাই বলি, এ পাহাড়ে
একা কে বসিয়া এক ধারে
অসময়ে প্রখর দুপরে,
টোকা এক মাথার উপরে।
শীর্ণ তনু—
স্নানাহার যেন তব নাই কোনো যুগে—
নিঃসন্দেহ কবিতায় ভুগে ?

৫

পানপাত্রে ভুলেছিনু, কখন গোধূলি
চলে গেল! কোল-ভরা ঝরা পুষ্পগুলি!
প্রমত্ত দাঁড়ানু এসে চন্দ্রভাগাতীরে—
চন্দ্রালোকে নিরুপমা বহে ধীরে ধীরে।

নীড়ে পাখি গৃহে লোক গেছে বহুক্ষণ।
একান্ত নির্জন।

৬

ধবল শকুন্ত-পংক্তি স্ফুরে
কজ্জলতরঙ্গচূড়ে-চূড়ে।
শ্যাম অরণ্যানী দেয় জ্বালি
রক্তরাগ কুসুমদীপালি।
আরএক বসন্ত হয় গত
সুদূর প্রবাসে পরাহত।

বলাকার ব্যাকুল পাখায়
গৃহমুখে চিত্ত মোর ধায়।

কবে লগ্ন হবে অনুকূল,
নেহারিব পুলকবিপুল
যেমনি গো মেলিব নয়ন
শৈলশ্রেণী বনউপবন

দিগন্তরে পড়িছে লুটিয়া।

শিবগুরুশিখরে ছুটিয়া
নেহারিব। হায়!
আরএক বসন্ত চলে যায়

৭

অম্বরধরিত্রী-মাঝে নিত্যভাসমান
সাগরবিহঙ্গ মোর প্রাণ

৮

হিমখণ্ড নয় ও যে, ধবল বলাকা
তড়াগ উত্তরি এসে গুটাইল পাখা
এক ধারে বালুকার বেলার উপরি ।
গৌরী ধরণীর ও যে ধ্যানসহচরী ।

৯

ফুরায় আয়ুর অঙ্ক।
সুনিভৃত শান্তিটুকু চাই
দুর্ভাবনাহীন চিত্ততলে।

আকাঙ্ক্ষার সীমা মোর তাই—
প্রদোষেতে গৃহে ফিরে যাই,
পাইন-বনের বায়ু উড়ায় উত্তরী,
ত্রিচূড়গিরির চাঁদ সুধাহাস্যে ঝরি
চুমে মোর সপ্ততন্ত্রী বীণা।

'ভালো কিবা মন্দ কিবা'?
কিছুই বুঝি না।…
শোনো শোনো, বুঝি গান গাহিছে ধীবর
তড়াগের 'পর।

১০

মধুমতীস্রোতেও তো করিছে বিরাজ
এই শুক্লনিশা আজ
হেথা যার স্বপনচুমায়
অন্তরীপে নিস্তরঙ্গ সমুদ্র ঘুমায়।

কী ভাবে রয়েছে সেথা আত্মীয়স্বজন!

বিজন প্রদোষে ক্ষণে-ক্ষণ
বন্য মরালের কণ্ঠে ওঠে সেই ডাক।...
জনার-ভুট্টার ক্ষেত নিষুপ্ত নির্বাক্।...
অঙ্গনে চাঁদের আলো ফুটে।...
একা বালাবধূ মোর গিরিপথে উঠে।...

১১

নবজাতকের লাগি বুদ্ধি ও প্রতিভা
স্বজনকামনা রাত্রদিবা।

বুদ্ধির বালাই লয়ে মরি—
দুঃখভোগ, সর্বনাশ ! এই কোরো হরি,
মূঢ় আর মূর্খ হয় ছেলে।
তবে হেসে খেলে
শান্তিপূর্ণ জীবনের সীমানায় এসে
রাজমন্ত্রী হবেই হবে সে।

১২

গোপন গৃহের কোণে
আজ ভালোবেসো না, প্রেয়সী।
চাঁদের আলোয় নল-খাগড়ার বন
অকূল বিলের ধারে স্বপ্নে কথা কয়
সারারাত্রি ধ'রে।

১৩

চৈত্ররথশৈলের সানুতে
উত্তরিয়া এল বুঝি প্রিয়।
অকস্মাৎ ওই শোনো কোকিলের গানে
উচ্চকিত কী নূতন সুর।

১৪

মন্ত্রমুগ্ধ মনখানি স্থির
নিরবলম্বন নীলাকাশে,
দূর্‌ক্ষীণ প্রথম সে বনহংসস্বর
যে অবধি শুনিলাম শীতান্তপ্রভাতে।

১৫

নিশাশেষে উদয়ের আরক্ত আভাস
বনান্তআকাশে।
বিলম্বকরুণ যত্ন স্রস্ত বেশভূষা
পরস্পরে খুঁজে দিতে।

১৬

অকস্মাৎ পাপিয়ার উল্লসিত গীতে
হিমাচ্ছন্ন পর্বতনিভৃতে
বিরহী পল্লীর প্রাণে জাগিল বিস্ময়
বসন্তের-আবির্ভাব-ময়।

১৭

চিরশ্যাম ভূর্জবন-বিহারী হরিণ
পাতাঝরা হেমন্তের দিন
কেমনে জানিবে বলো এল বনান্তরে ?
আপনারই আর্তকণ্ঠস্বরে।

১৮

তরঙ্গ-দোদুল তরী
ভেসে চলে লক্ষ্য করি
নীলে নীলে সম্মিলিত মুক্তির সঙ্গম।
প্রভাতে প্রথম আজ এ
শুনিনু অম্বরে বাজে
দূর বনহংসস্বর ক্ষীণমনোরম।

১৯

প্রাণঢালা প্রীতি একদিন তাও
যাবে কি বন্ধু ভুলে—
আজ ভোর হতে জট বেধে গেছে
চিন্তায় আর চুলে।

২০

পল্লবে পল্লবে নির্ঝরিত
হে শিশিরধারা
অভিশপ্ত এ জীবন
ধুয়ে দাও আজ।

২১

শূন্য কুরুক্ষেত্রভূমে
বসন্ত হেসেছে লক্ষ কুসুমে কুসুমে।
লক্ষ বীরজীবনের স্মৃতি—
বর্ণ আর গন্ধ আর মধুপউদ্‌গীতি।

২২

ধূলিবাতায়ন খুলে
আনন্দকৌতুকে দুলে
যেমনি জেগেছে ঘাসফুল
সুরসিক ছাগ তারে
করিল নির্মূল।

২৩

প্রেমঅনুভূতি

খদ্যোতের দ্যুতি

অঞ্চলের আবরণে

নহে সম্বরণ।

২৪

মিছে এই স্বপ্নে দেখাশোনা।
চমকিয়া জাগি
শয্যাতল খুঁজি যার লাগি
খুঁজিলেও তারে তো পাব না।

২৫

নিগূঢ় পথের অন্বেষণে
একা ফিরি হৈমন্তিক কাননে কাননে —
যে পথ আবরে আজি
পরিকীর্ণ রক্ত আর পীত পর্ণরাজি।

তমালতালীর আড়ে অদূরে অদূরে
ফিরে অদর্শনা চির-মর্মরিত সুরে
কাঁদাইয়া মন,
কাঁদাইয়া বন।

২৬

রোগশয্যা হতে আজ কেমনে নেহারি
বসন্তের আগমন কোন্ বনপথে।
সংশয়ে শিহরি বারম্বার
বর্ষব্যাপী প্রতীক্ষার আড়ালে আমার
শালের মঞ্জরী বুঝি ফুটে ঝ'রে গেল শতে শতে

২৭

স্বপ্নমিলনের দুরাশাতে
স্বপ্তি গেল, রাত গেল সাথে।

২৮

হে বিহঙ্গ, উল্লসিত তব গীতরাগে
প্রাণে মোর জাগে
অহেতু বিষাদ, স্মৃতি অনির্বচনীয়,
ম্লান তারই মুখখানি যে আমার প্রিয়
আজও দেখা দেয় নাই এ আঁখির আগে।

২৯

প্রবাসযাত্রীর উক্তি

ধৈর্য ধরো হেমন্তের হে গিরি বনানী।
দূর বাতায়নে ঝুঁকি করুণ মুখানি
চেয়ে আছে এই দিকে, ঢাকিয়ো না ওরে
কাঞ্চন অরুণ পাতা ঝরায়ে ঝর্ঝরে।
ধৈর্য ধরো ক্ষণকালতরে।

৩০

লক্ষশত পথ শৈলশিখরউদাসী।

সেথা একখানি চাঁদ, এক সুধাহাসি।

৩১

পল্লবাগ্রে আমি শুধু শিশিরের কণা।
পরিপূর্ণ নির্ভরের সুখ।

সৃজনের পূর্ব হতে এ ক্ষণযাপনা,
মনে এ কী অদ্ভুত ভাবনা—
এই শাখা, এই আলো, এই প্রাণ মোর
যেন চির-আলোকউন্মুখ।

৩২

ঘরের বাহিরে ফিরি, শুক্লপক্ষনিশা।
পত্রের মর্ম্মরে ও কি পদশব্দ মিশা?
মূর্তি কোথা তার?

অকস্মাৎ মেঘে মেঘে আবরিল শশী।
একটি নিশ্বাসে বায়ু উঠিল উলসি
বুঝি একবার।

৩৩

অনন্য বন্দর হ'তে স্রোতে ভেসে ভেসে
পাড়ি দিয়েছিল দূর লক্ষ্যের উদ্দেশে
শত তরী কবে দরিয়ায়।
কে আজ কোথায়!

৩৪

পথবর্তী পুরাতন এ দেবদেউলে
না জানি কে বিরাজো, দেবতা।
ব্যথারতি উথলায় হৃদয়ের কূলে,
অশ্রুজলে বহে মুক্তস্রোতা।

৩৫

শুষ্ক ডালে বসে আছে
নিঃশব্দ নিঃসঙ্গ কাক
শীতের সন্ধ্যায়।

৩৬

বাঁকা পথ-পার্শ্বে এই চেরী

মনে হয় হেরি

শ্রান্ত পথিকের ও যে মন-হারানিয়া,

ঘুম-পাড়ানিয়া।

৩৭

শিশিরভুবন

শিশির তো, অন্য কিছু নয়।
হায় গো কেমন
মনে হয় তবু মনে হয়···

৩৮

ওই কি সুদূর
পত্রপরিকীর্ণ বনে তারই পদধ্বনি ?
অদেখা বঁধুর
প্রতীক্ষায় দণ্ড পল গণি।

৩৯

নিশ্বসিত পবন-পরশে
সরোবর যেন জেগে উঠে
তীরে স্তব্ধ ধবল বকের
এক পদে বীচিভঙ্গে লুটে।

৪০

জোয়ার-ভাঁটায়-ভাসমান
বন্দরের বয়া যেইমতো
আমারও এ প্রাণ বন্ধু,
ওঠে পড়ে তরঙ্গে নিয়ত—
লঘু পায়ে আসো যাও যত
বিমুগ্ধনয়নপথে
স্বপনের মতো।

৪১

পথপাশে শ্যাম ঘাসে
লিলির মতন
নাহয় হাসিয়াছিলে ভাই,
'ওগো' 'শোনো' সম্বোধনে
অমূল্য রতন
হৃদয়ে দোলাব তোরে তাই ?

৪২

ফিরে আমি না'ও আসি যদি
বসন্তে বসন্তে নিরবধি
দেহলীআশ্রিত চম্পা,
ফুটাইয়ো ফুল।

৪৩

স্বপ্নেন্দুহসিত এই জীবনের রাতে
র'ব আমি প্রেম আর চন্দ্রমল্লী - সাথে।

৪৪

একটি চিরায়ু ক্ষণ
এ জীবন চুমিল কখন,
কী ছলে মিলালো,
বুঝি নাই ভালো।

প্রসুপ্তির 'পরে হেসে
নিমেষটি মিলালো নিমেষে।

৪৫

বাস্তব যে সত্য নয়··· তবে

স্বপ্ন কেন শুধু স্বপ্ন হবে !

৭৬

বিস্মৃত এ পুরাতন পথে
যাত্রী ছিল যারা, কেহ নাই এ জগতে।
ভ্রষ্ট ফুলদলে-দলে এ কী শোভা হেরি
এ বিজনে তবু আজ বিরচিল চেরী,
যেন কোন্ আনন্দিত বরযাত্রা যাবে।
লগ্ন কই সে কথা কি ভাবে?

৪৭

কভু ভেনীসের নিভৃতস্থির জলে
তরী যথা পশে ভরা আপেলের ফলে
সন্ধ্যাবাতাসে সুধাসুগন্ধ রাখি,
হে চমৎকার, তুমি তাই এলে না কি
নীরব আমার নিভৃত হৃদয়তলে ?

৪৮

সন্ধ্যায় হেরো সোনার হরিণ
একা ওই গিরিচূড়ে
পাইন-বনের ছায়া নাই যেথা,
পথ যায় নাই ঘুরে।
আমার স্বপ্ন, ও আমার আশা বটে—
একা উৎসুক নীল শূন্যের তটে।

শিরীষ-সোনাঝুরি

—

বন্ধুবর
শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার বসু
করকমলেষু

–

বুদ্ধগয়ার পথে এক ধারে আমবন, সবুজ ফসলের ক্ষেত, আরএক ধারে থেকে থেকে নিরঞ্জনা নদী দেখা দিয়ে যাচ্ছে। সেই পথ চলা এবং মন্দিরে পৌঁছে বুদ্ধমূর্তি-দর্শন, তারই স্মৃতি জড়িত প্রথম ন'টি কবিতায়।

একাদশ থেকে শুরু ক'রে বাকি কবিতাগুলির রচনা রাজনৈতিক কয়েদিদের জেলখানা— দম্‌দমে। সেখানে গাছ ছিল, মানুষ ছিল, আলাপ-আলোচনা গান-অভিনয় ছিল— পূরোপূরি অনন্দলোক ছিল না। তবু হয়তো বর্ষভোগ্য বিচ্ছেদে বাইরের সমস্ত জগৎটাকেই মনে হোত অলকা। অবশ্য, এ রচনা নব মেঘদূত নয়।

১

ভিজে দুটি ডানা নেড়ে নীলকণ্ঠ পাখি
চকিতে মিলালো আম্রবনের ছায়াতে
বাদলের প্রাতে।

২

কৃষ্ণচূড়াফুলগুলি আলো করে আছে
বনপথে শ্যাম অন্ধকার।

৩

বহুদূরাগত পর্থী
বহু দূরে নদীগিরি-পার
এই পথে গিয়েছে বাদল।
ভিজে ঘাসে ছড়ায়ে পড়েছে
কৃষ্ণচূড়াকুসুমের দল।

৪

স্বর্ণবালুকার কোলে রজতের ধারা
বারি বয়ে যায় ধীরে ধীরে।
পেয়েও হারানো মোর পরশমণিটি
কোন্ জন্মে ফেলেছি হোথায়

৫

অধরের দুটি কূলে অপরূপ হাসি
যেন ছদ্মবেশিনী পূর্ণিমা।
সমুদয় শান্তির সাগরে
একটি সে ঢেউ।

৬

গর্ভগৃহঅন্ধকারে দীপালির আলো
চমকিছে তারকার মতো—
সে তব আরতি,
বুদ্ধদিবাকর।

৭

পদতলে পূজাআয়োজন,
চেয়ে আছ ভাবীকাল-পানে হে মহামানব—
করে তব সঁপি কর
প্রীত চোখ তব চোখে মিলায় মানুষ ।

৮

পশ্চাতের অন্ধকার—

সম্মুখের অকূল আলোয়

ভূলোক দ্যুলোকবধূ,

মানবে ও দেবতায় মিল।

৯

চরণনখরে তব

হে সুন্দর,

তপন তারকা ঝিক্ ঝিক্।

১০

এ জীবনে আর ভাষা নাই,
আর আশা নাই।
লও বন্ধু, মূক নিবেদন—
অদীপ আরতি।

১১

নিমের মধুর গন্ধ
অহেতুক উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে
বসন্তবাতাস ছায়।

১২

প্রিয়তম, বসন্তের প্রসন্ন প্রভাতে
করাইলে পান
শিরীষসুরভি ভরি নিশ্বাসের গণ্ডূষে গণ্ডূষে—
তৃপ্ত হল প্রাণ।

১৩

পাতাঝরা বেলা।
সোনার আলোকে নাচে সোনার বরন পাতাগুলি,
চুমে ধরাতল;
সোনার আলোকে নাচে সোনার বরন প্রজাপতি,
নভোনীল চুমিতে পিয়াসি।

হৃদয়ের বিধুর বিরহে স্মৃতি ঝরে যায়,
শূন্য নীলে চমকায় সোনার বরনে
দু চারিটি মরমের ভাষা
মিলনের আশা!

১৪

দোলা লেগেছিল ক্ষণে ক্ষণে
অশ্বত্থের ডালে ডালে
মুকুলিত কিশলয়ে
অতিশিশু পাতায় পাতায়
সেই সন্ধ্যাবেলা।

হেরিনু তাহারই ফাঁকে
ঢেউগুলি মিলায়েছে,
নীলতটে ছড়ায়ে গিয়েছে
একমুঠি ফাগ।

তৃতীয়ার চন্দ্রলেখা হাসে,
হাসে সন্ধ্যাতারা।

হাসে দুটি আঁখি।
হাসে অতিশিশু চিত
কিরণে কিরণে আর
হরিতে হিরণে, কার
পরশহরষে।

১৫

রে মহুয়া, নম্র তুমি,

নবোঢ়ার মতো মূক তুমি,

ভাবভরে বদ্ধ ওষ্ঠাধরে

ঈষৎ কাঁপনটুকু গোপনে গোপনে।

অন্তরের মধুগন্ধ তবু

ছেয়ে গেল রাতের বাতাসে,

পরশিল সচেতন তনু —

পশিল রে গভীর স্বপনে।

১৬

মরুসম এ হৃদয়

শূন্যে চেয়ে প্রহর গণনা করে যবে
রবীন্দ্রের গানগুলি তৃষা করে দূর
আকস্মিক বৃষ্টির পশলা-সম
সুধাস্নিগ্ধ সুমধুর রসে।

১৭

এ প্রভাতে মনে পড়ে যমুনার তীর—
স্বচ্ছ স্নিগ্ধ বারিধারা দিগন্তবাহিনী,
শিশু ঊর্মিমালা
শিশু আলোগুলি
পরস্পর হাত ধ'রে নাচে চকিত লীলায়

১৮

কারার নিষেধে কাঁদে প্রাণ—
শ্যামসমুদ্রের সম শালবন-শিয়রে শিয়রে
দক্ষিণপবনআন্দোলনে
পল্লবের ঢেউগুলি, ফেনশুভ্র, স্মিত,
সুরভি কুসুমভারে ভেঙে পড়ে নাই আজও
সে আমার সুদূর আকাশে ?

১৯

একতারা বাজায় বাউল
শালবনপদমূলে।
পিছে আঁকাবাঁকা পথ পল্লী-পানে ধায়।
সমুখে প্রান্তর নিরবধি।

দিগন্তের পানে চেয়ে গায় রে বাউল
অনুরাগে। বিধুর বিরহী
প্রভাতের আলো।

২০

মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে মুঞ্জরিয়া যেথায় বনানী
বর্ণে গন্ধে সোহাগে দুমিছে,
গোপনে ধেয়ায় উমা জন্মান্তর-দয়িতে তাহার।

শূন্য প্রান্তরের প্রান্তে রৌদ্রদীপ্ত নভে
উদাসী শিবের বক্ষে রুদ্রাক্ষমালায়
দোলা লাগিল না ?

২১

পরম সহজ হোক পথ চলা—
পথে পথে
ভালোবেসো নামহীন পথিকেরে।

২২

যেথায় বকুলমূলে জন্ম-জন্ম-পথ-চাওয়া গীতে
লেগেছে বিরহী সুর
মুহুর্মুহু পিককুহুকুহু
মিলালো তাহাতে কী কৌতুক !

২৩

শূন্য পথ,

কোলে মোর শূন্য ডালা।

কৌতুকে পথিক নিয়েছিল ফুল—
ধুলায় ফেলে নি না শুধায়ে নাম
না লয়ে আঘ্রাণ প্রীতিপরিমল?

সুন্দর মুখের স্মৃতি
সমুদিত সন্ধ্যাতারা-সম জাগিছে মানসে।

২৪

কুসুমে কী পূজিব দেবতা ?
হাসিতে পড়েছে ধরা,
দেবতাই পুলকিত কুসুমে কুসুমে
আপনা হারায়।

২৫

'ভালোবাসি'

নয়নে অধরে এই ভাষা,
অঙ্গে অঙ্গে এই ভাষা,
এই ভাষা প্রাণে।
এই ভাষা সকলেই জানে—
বনের কুসুম,
আকাশের তারা।
এ ভাষায় ঝর্ণা ঝরে পাষাণে পাষাণে,
এ ভাষায় মর্মরে কাননে দক্ষিণসমীর,
এই ভাষা বুকে ধরে ধূলি পথিকের পদপাত স্মরি।

এই ভাষা পুণ্য করে এ জীবন,
মৃত্যু করে লয়।

এ ভাষা হল না শেখা।
ঠিক সুরে বলা হল না যে
'ভালোবাসি
ওগো ভালোবাসি'।

২৬

জীবনের বিফলতা মম
মোর অন্তরবেদনা
অশ্রুসম, শিশিরের সম,
সঁপিনু পথের প্রান্তে নবদূর্বাদলে,
ঝলোমলি উঠে যদি তায় নিখিল ভুবন
শুধু এক পলকের তরে।

২৭

মনোকুসুম আমার
আপনার মধু আপনি আস্বাদে।...
সেই সুগোপনে প'শে সোনার ভ্রমর
কভু সন্ধ্যাতারা
অরূপ মাধুরী চুরি করে!

২৮

ভালো লাগে যে সঙ্গীত মুগ্ধ চক্ষে বাজে

ত্রিভুবনময়

আকাশবীণার জ্যোতিরাগে গুঞ্জরি গুঞ্জরি

অনুদিন অনুক্ষণ।

২৯

আমি কবি,
মুখে হাসি
বুকে সুর
লয়ে শুধু এসেছি ভুবনে।

৩০

নিকষে সোনার রেখা-সম
কে আঁকিলে প্রতিপদী চাঁদ
আমার আকাশে !

৩১

যারা প্রতি পলের অতিথি,
পলের অধিক রহে না গো,
তাদেরই এ পদাবলী
গেঁথেছি জীবনে।

৩২

স্মরণের গ্রন্থিহীন সোনার সুতায়
যতই কুসুম গাঁথি চলিতে চলিতে,
ঝ'রে যায় পথের ধুলায়।

৩৩

আনন্দের সঞ্চয় আছে কি ?

নরনারী পেতেছে সংসার,

বাঁধিয়াছে ঘর—

চিরদিন সেই পথ এ চিরশিশুর।

৩৪

দিনে তুমি দিয়েছিলে হাসি,
রাত্রে দিলে চুমা,
জননী আমার !

৩৫

প্রতিদিন অ-পূর্ব ভুবনে

জাগাও গো আমারে জননী,

প্রতি রাত্রে কুড়াইয়া লও

প্রাণতপ্ত বুকে।

৩৬

মা গো,

তোর স্নেহ শুকতারা-সম
দীপিতেছে জীবনের পূরবআকাশে।
শঙ্কিত সজল দৃষ্টি তোর
অমেয় অতল।
চুমা তোর পারিজাত-ফুল
শুধু সুধাময়।
জগৎমায়ের তুই যে প্রতিমা।

৩৭

ঘর-বাহিরের জননী রে !
আদরিণী স্তন দিতে দিতে
চোখে মুখে চুমে,
উদাসিনী দূরে চায়— প্রান্তরে প্রান্তরে
রৌদ্রাঞ্চল ঝলে।

কে আমার নয়ন ভুলালে
জানি নে গো।

৩৮

কিশোর বন্ধুরে মোর বড়ো ভালোবাসি।
ফোটো-ফোটো কমলকোরক
জ্যোতির্ময় দেবতারে অর্পিবে কেমন
অপরূপ রূপের অর্চনা,
কী সুবাসে নিখিলের প্রাণমন হরি
লয়ে যাবে আপনার গূঢ় মধু-পানে
আপনি সে জানে?

৩৭

সেই বসে আছি।
উৎসুক মুহূর্তগুলি নৃত্যশীল অপ্সরশিশু কি ?—
পদপাতে চঞ্চলিয়া বনে বনে প্রচুর পল্লব
সেই আঁকিতেছে
চকিত আলোকছায়া জীবনে আমার।

শেষ বসন্তের ঝরা কুসুমে কুসুমে
ছেয়ে গেল ভূমি।

৪০

এ প্রভাতে পরিনু পরানু
মণিবন্ধে পীত যেই রাখী,
হে বন্ধু, বন্ধনে তারই
আনন্দের স্বর্গলোকে মুক্ত মোরা আজ।

৪১

কী সুন্দর বন্ধু গো তোমার
রাখীর বন্ধনে বাঁধা ওই-যে দক্ষিণপাণি
যেথা নিশ্বসিছে
গোপন সোহাগে ভীরু শিরীষকুসুম।

৪২

নিখিলের তরে সমুদয় ঐশ্বর্যসম্ভার—
দীনতা তোমারই তরে, বন্ধু !
নিখিলের তরে আশা সুখ আনন্দ আমার—
বেদনা তোমারই তরে, বন্ধু ।

৪৩

পথে পথে ফিরিয়াছি
চিরদিন অধরে অধরে বেণুটি যতনে ধ'রে।
কুহরে কুহরে বাজিতেছে সুখদুঃখ আশাশঙ্কা মোর
সুখের দুখের অতীত কী সুরে—
আশা নয়, আশঙ্কাও নয়, কী আবেশ
নিঃশেষে বুঝি নে আমি।

জননী গো, আজ মনে হয়
যেথা হতে নিয়েছিনু সেথা দিব ফিরে—
নক্ষত্রখচিত তব বুকের আঁচলে এই বেণু লবে,
গোপনে তোরেই সেথা শুনাবে কেবল
অন্তহীন সঙ্গীত তাহার।

৪৪

অনুদিন সুরের গুঞ্জন
প্রাণে আর সহে না, সহে না।

কাঁদে ধূলি, কাঁদে ফুল,
ফুলমধু কাঁদিছে গোপনে
আপনার মধুরতা স্মরি।

৪৫

অকারণ খুশি বন্ধু, অকারণ ব্যথা—
এই তো জীবন।

শরতের বৃষ্টিধারা আকস্মিক রবিরশ্মিপাতে
চমকি উঠিছে শূন্যে
ধরাতল ছুঁতে নাহি ছুঁতে।

৪৬

অকাজের জীবন আমার—
নাই ঘটা, নাই যে ঘটনা।
হৃদিবীণা-তারে তারে শুধু
পথিক পবন যারা অধীর পরশে
ঝঙ্কার তুলিছে ক্ষণে ক্ষণে।

৪৭

অন্ধ করি দিগ্‌দিগন্ত ধূলির ঝঞ্ঝায়
অকস্মাৎ ঘনালো আকাশে
ঘনঘটা কালবৈশাখীর।

শিরীষের ডালে ডালে মুক্তিউন্মত্ততা,
শিহরে আপাদশীর্ষ দেবদারু বন্দনার রবে,
যেথা যে লাঞ্ছিত তৃণ এ কারাপ্রাঙ্গণে
ধন্য মানে আপনায় খুশির সঞ্চারে।

৪৮

স্বপ্নে হেরিলাম,
অরণ্যগহনে
চমকিছে জোনাককুসুম।
যেথা সরসীর প্রান্তে চন্দ্রমার চ্যুত হাসি চুমে
স্থির বারিরাশি, কিরণে কিরণে মরি
পরীরা ঘুমায় শ্লথ-সুকুসুম-তনু।
হারায়ে সোনার কাঠি রূপমুগ্ধ রাজার নন্দন
কারে কহি,—
'জাগো! জাগো! জাগো!'

দূরে কোন্ আঁধার কাননে
বউ-কথা-কও ডাকে মিনতিতে ঘিরে
সুপ্ত মাঠ ঘাট।

৪৯

আজি অশ্রুছলোছলো প্রভাতআকাশে
গাছপালা স্তব্ধ হয়ে আছে।
অশ্বত্থের আগ্‌ডালে
দুচারিটি কচি পাতা শুধু
ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে হেরো প্রতীক্ষার সুখে।

৫০

কথা কেড়ে নেয়

বর্ষণস্নুস্নিগ্ধ শ্যাম দেবদারুশ্রেণী
প্রভাতআকাশে আজ ছবি যেন আঁকা।
অবকাশে বান্ধব শিরীষ
নবোদিত অরুণের কিরণপ্রসাদে
পুলকিত কুসুমছটায়
শুভ্র হাসি করে বিকিরণ।

৫১

ভাষাহীন শ্যামল মর্মরে
দেবদারুবনের বন্দন।
যেথা মিলে যায়,
প্রভাতের আলোকপ্লাবনে,
ক্ষীণ শশীলেখা
অপরূপ ম্লান হাসি হাসে।

নিমেষেই বক উড়ে গেল
দুটি শুভ্র পাখার চমকে।

৫২

এ প্রাণ আমার
অপরূপ বিশ্বসঙ্গীতের একটি চঞ্চল সুর।
মহেশের নিশ্বাসে নিশ্বাসে
নিত্য তারই আনাগোনা আদিকাল হতে।

সুরের ভুবন
আজি গো দিয়েছে দেখা মুগ্ধ দু নয়ানে
অপরূপ বেশে।

হায়,
যায় না যে শোনা
শ্রুতিময় সর্বদেহমনে—
সন্ধ্যামেঘ, সূর্য, চন্দ্র, তারা,
পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু,

ধূলি, ফুল, পাখি।

স্বপ্নে, জাগরণে,
ফিরে কাঁদিতেছে প্রাণ পূর্বজনমের
সুরের স্মরণে।

৫৩

কথা ভালো নাহি লাগে।
মুগ্ধ অনুরাগে
নিখিলে বাসিতে চাই ভালো।
প্রভাতের আলো
ভুবনে ভুবনে যথা উঠে উচ্ছ্বসিয়া
তেমনি আমার প্রাণে, তেমনি আমার প্রীতি দিয়া,
ধৌত করি দিব ত্রিভুবন।

কথা ভালো নাহি লাগে।
শুধু অনুরাগে
মৌনী হতে চায় মোর মন।

৫৪

শরতের সোনার বেলায়
ছায়ালোকসঙ্গমে বসিয়া শিশু মুগ্ধমতি।
শিয়রে তাহার, অশ্বত্থের পুঞ্জিত পল্লবে
মর্মরধ্বনির ঝড় বহে ক্ষণে ক্ষণে।

৫৫

নিবিড় সবুজ,
সোনালি সবুজ,
দেবদারুবনের পল্লব
আলোকে বাতাসে
ঝলোমলো, ঝলোমলো।

শিরীষকাননে
হাওয়া বলে, 'চলো চলো!'
কচি পাতাগুলি
কচি মুখে কয়, 'কোন্‌খানে!'
পাকা পাতা ঝরে যায়।

৫৬

সুন্দরের মন্দিরসোপানে
উপহার দিব
একটি প্রদীপ।
লুপ্ত হোক জীবনের যতকিছু স্মৃতি—
জীবনবল্লভ নামটিরে
আঁধারে আঁকুক ক্ষণকাল
কম্পমান শিখা।

৫৭

নবশস্যশ্যামলা ধরণী—
দিক্‌চক্রবালে
নীল নীরদের শুভ্র সুন্দর উচ্ছ্বাসে
মিলাইত যদি এ জীবন,
মাঠ পার হয়ে যেতে গ্রামের পথিক
তার পানে ফিরে চাহিত না ?

৫৮

এত দিনে সার বুঝিয়াছি—
রূপের পূজারি আমি
দু নয়নে অনুরাগ জ্বালি
আরতি সঁপিব নিত্য দ্যুলোকে ভূলোকে।

পারিজাত-রজনীগন্ধা

—

বন্ধুবর

শ্রী শুভেন্দু ঘোষ

করকমলেষু

-

শেফালির নামান্তর হল পারিজাত। ৯, ১০, ১১ -সংখ্যক কবিতা অচিরবন্ধু সুতান হরাহাপের ইংরেজি থেকে অনূদিত।

১

মানুষ কেন গো মানুষের প্রাণে কথা নাহি কয়

নক্ষত্রের মতো ?

সে কেন গো পরানের প্রতিবেশী নয়

নক্ষত্রের মতো ?

২

ঝরা শেফালির মতো দিনগুলি।···
ভরা গঙ্গা, ভাঙা ঘাট।···
অগোচরা যামিনীর শিশিরসম্পাতে
করুণ উজ্জ্বল দিনগুলি।···

রিণিকি ঝিনিকি রিণি নূপুরনিক্কণ।···
কে আসে গো?
কেহ নয় নয়।···
ভরা গঙ্গা, ভাঙা ঘাট।

৩

হে শেফালি,
মধুবিন্দুবেদনায় জীবননিশায়
বারেকের তরে ফুটে ওঠা,
'ভালোবাসি ভালোবাসি'
নক্ষত্রের পানে চেয়ে নিজমনে এই মন্ত্রজপ,
শ্লথবৃন্তে নত হয়ে
ভোরের বাতাসে ঝ'রে যাওয়া
ম'রে যাওয়া—
এই না জীবন ?
অরুণকিরণআশীর্বাদ
চুমিবে কি নিমীলনয়ন
যার উন্মীলন জন্মে জন্মে বার বার বিরহে বিরহে ?

৪

বাদলের প্রাতে
ঘনশ্যাম পল্লবের বুকে
রাঙা হাসি বিথারিয়া ফুটিল গোলাপ
টলোমলো টলোমলো যেই অশ্রুজলে
জানে না সে কার।

উষারানী, মুখাবগুণ্ঠন
খুলিলে কি ?
আলোয় বাতাসে বিচলিয়া
গোলাপের দল পড়ে স্খলিয়া স্খলিয়া।
মধুপগুঞ্জনগীতি
হায়,সে তো শুনিবে না আর।

৫

বিন্দু-বিন্দু-বারি-ঝরা প্রাতে
সাজাইলে শিরীষের ফুল তোমার ডালাতে।
কান পেতে শুনিয়াছি
'ভালোবাছি ভালোবাছি'
কহে ফুল আধো-আধো স্বরে
সারা বেলা ধ'রে।

৬

বেলকুঁড়ি একটি কি দুটি
ফুটিলেও মনে হয়
আজও যেন করে ফুটি-ফুটি।
যেন সে বিধবা অলপ বয়সে।
তার শোভা তার গন্ধ
পূজাভরা,
তার সে আনন্দ
মরম-মাঝারে যায় লুটি।

৭

নীলাকাশে সাদা মেঘ,
নারিকেল-গুবাকের দীর্ঘ পাতাগুলি
আলোছায়ে ঝিল্‌মিল্‌ করে,
হিল্‌মিল্‌ হাওয়া বয়—
বেলা যায়
মুগ্ধমনে চেয়ে চেয়ে।
এসেছি অনেক দূর হতে
যাব বহু দূরে
এ-সকল কথা
আজ যেন মিথ্যা মনে হয়।

আকাশপ্রান্তরে
এক বেলাকার এই অতিথশালাটি
এত মন ভুলাতেও পারে!

৮

কাল রাত্রে কেঁদেছিনু—
দুঃখ ও দুষ্কৃতি যত জীবনসঞ্চিত
কত বা ঠেলিব
আর কত দিন
এই ব'লে।

শরতের সোনার বেলায়
মনে হয় কোনো দুঃখ নেই,
সব পাপ সব তাপ দূর হয়ে গেছে।

ওরে মুগ্ধ মন,
নীলাকাশ-কনক-কমলে ভ্রমরের মতো
আজ বসিয়াছ,
তোমাতে তো তুমি নাই—

আছে ওই নীল পারাবার
আর ওই উন্মুখ কমল—
তাই এত সুখ।

তোমার নিজের দুঃখ
তোমার নিজের পাপ
তোমা-তরে আছেই সঞ্চিত
তোমার ঘরের কোণে।

মন বলে, 'আর
ঘরে ফিরিব না।'

৯

অয়ি দিব্যউষা,
হেমপ্রভা তারায় তারায়
তোমারই উদ্দেশে গাই গান।

১০

নিঃশঙ্ক যাপিয়ো এ জীবন—

সূর্য হাসে তোমারে হেরিয়া,

সুপ্তির শিয়রে তব তারাগুলি জাগে অনিমেষ।

১১

কী বেদনা পেয়েছিনু

জানিল সে ম্লান ছায়া

ম্লান চন্দ্রালোক

শালবীথিকায়।

১২

মৃত্যু এসে দ্বার দিবে খুলি
রুদ্ধ এ ভবনে।

১৩

অনাবৃত করি দাও হৃদি

অবারিত গগনের তলে।

১৪

নিশীথরাতের একটি কূজনস্বরে
সঙ্গীত রচে শূন্যে শূন্যে অসীম মৌনথরে।
নীরব সাক্ষী ধ্রুবতারা নিরুপম।

অনাদি অশেষ কালের হৃদয় দুর্লভ এক ক্ষণে
বিকশিতে চায়, যবে বল্লভ সুধাময় চুম্বনে
পরশিবে চির-পিপাসু অধর মম।

১৫

প্রেমেই আমার মুক্তি। পথবাসী প্রেম
দ্বারে দ্বারান্তরে ফিরে,
দাঁড়ায় থমকি,
অশ্রুজলে অপরূপ হাসিখানি হাসে,
পদচিহ্ন চুমে অপরিচিতের, দুর্লভের
দরশন যাচে !

প্রেমই আমার মুক্তি
শত জন্মমরণের তোরণ পারায়ে
নিত্য মোরে নিয়ে চলে
জীবনে জীবনে।

১৬

এ কী   দিব্য বিষাদ হৃদে অনন্ত তৃষা !
মনুজহৃদয় হতে হায় দিবানিশা
উছলে যে ধারা অনিবার
পান করিয়াছি বার বার—
অমিয়-গরল-ময়, সুখ-দুখ-মিশা।
নীলনভ-উৎপল-পুটে
ভাস্বর যে অশ্রু ফুটে
দিনান্তে সকরুণ পশ্চিম দিশা
হেরিয়াছি।··· তবু কেন অনন্ত তৃষা !

১৭

শূন্য এই প্রাণ
অনন্তহৃদয়ে ভাসে নিশিদিনমান।
কবে যে সুধায় ভরি
ডুবিবে ডুবিবে, মরি,
রসের অতল তলে ঘটের সমান!

১৮

ভালো লাগে হে প্রাণের প্রাণ,
তোমারই উদ্দেশে যবে
গাই মোর গান।

১৯

তোমারেই ভালোবাসি, তবু
অনুচ্ছিষ্ট মধুনাম
এই মুখে আনিব না কভু।

অবচন এই ভালোবাসা
চিরমৌনে সুধাধারা সিঁচে;
অতনু তোমার আবির্ভাব
বিনা দীপে প্রাণ উজলিছে।

২০

তোরে ভালোবাসিয়াছি,
তাই এ বিস্ময়—
মধুভার কী করিয়া সয়
ক্ষুদ্র ফুলগুলি।

২১

পথিক বাউল—
ভাষাভোলা গান তার
চাহনি অতুল,
পদে পদে ফুটে ওঠে
বিকশিত বিহসিত ফুল।

২২

স্বপ্নমুগ্ধ বাধো-বাধো আধো-আধো স্বরে
'ভালোবাসি ভালোবাসি' মন্ত্র জপ করে
শেফালির কলিগুলি চেয়ে দূর্ তারকার পানে।

নিশাঅবসানে
ঝ'রে যায় শত শত পথ-মাঝখানে।
যেথায় প্রথম আলো পড়িবে, বরণে
অজস্র বিছায়ে দেয় আপন মরণে—
ঝ'রে যায় উষার চরণে।

২৩

বিরহী বিহগ-হেন
আমার এ প্রাণ কেন
কুহূনিশি গান গেয়ে জাগে !···

বন্দিনী স্রোতোধারা
টুটিবে পাষাণকারা—
আঁধারে আঁধারে পথ মাগে।
যেদিন উৎসমুখে
উছসি উঠিবে, সুখে
অফুরান অঞ্জলি হতে
সঞ্চিত এ রোদন
মানিক-মুকুতা-ধন
ছড়াইবে প্রভাতআলোতে।

২৪

ভালো হয় নিবে যদি মর্তজন্মশিখা—
এ শুক্লযামিনী স্ফুট যে চন্দ্রমল্লিকা
মিলে মিশে হয় তারই হসিত চন্দ্রিকা।
মধুর সে মধুর মরণ!

প্রভাতে প্রথম ফুটে যে গোলাপকলি—
শুক-তারকার স্মৃতি উঠে ঝলোমলি
দলে দলে ক্ষণমুক্তাবলী!
এই জীবনেরও সেই সার্থক স্মরণ

২৫

মৃত্যু ভালো

যদি ভালোবেসে থাকো পথের পথিকে,
যদি ভালোবেসে থাকো অনাম প্রসূনে,
যদি ভালোবেসে থাকো এ প্রভাতআলো
নিত্য যে জাগায়ে দেয় অ-পূর্ব ভুবনে
নিঃশব্দে চুমিয়া আঁখিদুটি।

প্রণয়ের অবিচ্ছিন্ন বেদনা-মাধুরী
ক্ষণমাত্র সহ্য করা যায়।

২৬

আমার মৃত্যুর পরে
আমার স্মৃতিটি মুছে দিয়ো।
জীবিতে দিয়ো হে বঁধু,
স্নেহময় বাণী তব ; সুখময় হাসি ;
সুস্থির চাহনি— অশ্রু-হাসি-সমুজ্জ্বল,
ভাষাউন্মুখর তবু
ভাষার অতীত ভাব-ভরা।

২৭

মানব মানবী সৃজে প্রথম চুম্বনে
ইচ্ছাময় কবি
নবতন স্বর্গলোকে নব সুরসভা
সঙ্গীতউৎসবী।

২৮

প্রীতি-- আশা, স্মৃতি।
ভবিষ্যের পানে চায়, হাসে।
অশ্রুসিক্ত মুখখানি ঢাকে
অতীতের বুকে।

২৯

অসীম সংসারে প্রীতি ভ্রমে একাকিনী
সঙ্গী খুঁজে খুঁজে।
সঙ্গ নাহি পায়,
আশা নাহি ত্যাজে।

৩০

প্রেম, মৃত্যু, ভগবান—
হিমমৌলি ভূধর জাগিছে
ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্ব-পানে
নীরব গম্ভীর
নিঃসীম শোভায় অদর্শন।
চুম্বনপিয়াসে
উথলিছে প্রাণপারাবার নিত্য নিরন্তর
বৃথা হায়, বৃথা।

৩১

মুহূর্ত অনন্ত হয়, মুহূর্তের মতো
অন্তহীন কাল পরাহত
প্রেমের আবেশে।
অমৃতের হৃদ্‌বাসিনী মর্তধুলে এসে
লুকোচুরি খেলে হেসে
কালের অন্তরে নিতি নিতি
যিনি সত্য সনাতন তিনি প্রেমপ্রীতি।

৩২

দীর্ঘ দিবসের তৃষা,
বাক্যহীন শান্ত তৃষা,
নিশীথতন্দ্রার তৃষা যেন রে তাহার।
মৃত্যু এল অকস্মাৎ পূর্ণপাত্র হাতে—
তখনি জাগিল সেও,
তৃষা তার মিটিল নিমেষে।

৩৩

ক্ষীণবল যে শূন্য বেণুতে
আকাশের সব বায়ু আলো
গানরূপে প্রাণরূপে
প্রেমরূপে উচ্ছ্বসিবে
চিরযুগ
মনে সাধ ছিল,
দিনশেষে তারে দিনু বিদীর্ণ নীরব
তোমারই চরণে, নীরবতা।

অপরাজিতা

—

অনুজোপম

শ্রীউমাশঙ্কর নন্দী

প্রীতিভাজনেষু

-

৪০-সংখ্যক কবিতার প্রথম দুটি ছত্র সংকলন, কবি কে তা জানা নেই : বোলপুরের রাস্তায় গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানের কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল।

১

দিনগুলি মোর ভরিয়া গিয়াছে,
পলগুলি গেছে ভ'রে ;
সৃষ্টির সবই সুন্দর হল
দৃষ্টি যেখানে পড়ে।
মধু ক্ষরে চিতে সবার পরশে,
কামনা গিয়েছে ম'রে ;
বিশ্ব আজিকে ঘর হল যবে
বাঁধা না রহিনু ঘরে।
প্রভাত হইতে খোলা বাতায়নে
বসে র'ব আজি তাই ;
সবার চেতনে আমার চেতনা—
ধ্যান যার-পর-নাই।

২

জ্বালো এ আমার হৃদয়প্রদীপ

জ্বালো গো !

সকলই আমার অনলে সঁপিয়া

যত জ্বালা তত আলো গো !

৩

বুকেতে তোমার ও পদপরশ
যদি গো পাই,
বঁধু হে, অসীম আঁধার ঠেলিয়া
এসেছি তাই।

৪

যেথায় অশ্রু সেথায় অমনি
হাসি দেখা দেয় আসি।
যেমনি দুলিয়া উঠিতেছে মণি
জ্যোতি ফুটে রাশি রাশি।

৫

বেদনা আমার সাধনা বন্ধু,
আর কোনো ধন নাহি গো।
পথপাশে বসি সারা বেলা শুধু
গুন্ গুন্ গান গাহি গো।

৬

কত ফুল মেলে, মেলে না গন্ধ।
আমার কপালে রীতি বিপরীত—
সুর মেলে তবু মেলে না ছন্দ।
আরাধনা মোর অন্তরে বহি
অর্ঘ্যরিক্ত রহি গো।
দেবতা যদিও জানে সে বেদনা
আমি সে কেমনে সহি গো?

৭

আমারই রচিত সুর আমারে ভুলায়ে
    রচিছে জীবন মম একখানি গীতে।
হে বঁধু, কী মন্ত্র পড়ি কী মায়া বুলায়ে
    হাসিছ অন্তরে মম নীরব নিভৃতে।

৮

উলঙ্গ বেশে জগতে এসেছি,
উলঙ্গ যাব বাহিরে ছুটে
জীবনে যাহার লুকোচুরি খেলা
মরণে তাহারই বক্ষপুটে।

৯

আজি শ্রাবণের সঙ্গীতধারে
পথে পথে তরু বাজায় বীন।
হায়, মোর গান কোণের আঁধারে
তবু কি রহিল ধুলায় লীন!

১০

ভাবী ফসলের ভার
শরতের মাঠে মাঠে
হেরিতেছে চাষী।
বায়ুবৃষ্টি বলে, 'ভাই,
আলোক-ছায়ার ঠাটে
খেলা ভালোবাসি।'
দিকে দিকে তরঙ্গিত
নবীন ধানের নাটে
সবুজের হাসি।

১১

বিনা মূল্যে আপনারে বিকাইয়া দেয়
সন্ধ্যাগগনের সোনা, পুষ্পের সৌরভ,
স্রোতের কল্লোল,
উচ্ছ্বসিত বনে বনে
দক্ষিণের সমীরণে
নব নব পল্লবের দোল।

১২

দেবতাই ভালোবাসে
প্রেমিকের-মুখ-চাওয়া
প্রেমিকার হাসে।

১৩

দেবতা আসেন নেমে
অলক্ষিতে মানবের প্রেমে।
যুগল বাহুর হার
যুগলের আলিঙ্গন
তুলে দেয় গলেতে তাঁহার।

১৪

তোমার আমার এই
চোখে চোখে দেখাটুকু প্রিয়,
বচনের অনির্বচনীয়।

১৫

অগাধ অপরিচিত কী সুর কী জানি
ভালোবাসা তাহারে বাখানি।

১৬

তোমাতে আমাতে প্রিয়ে,
দেবতার ধন নিয়ে
খেলিতে মেলিতে ভালোবাসি।
শিশু-হেন সদা ভুলি,
প্রণয়ের ধনগুলি
ছড়াইয়া ফেলি রাশি রাশি।
পরশমানিক সব মণি
ক্ষণপরে দেবতা যে
আপন পুলক-মাঝে
কুড়াইয়া রাখেন আপনি।

১৭

ছিদ্রে ছিদ্রে শূন্য বাঁশি
পূর্ণ হয় সঙ্গীতের ধারে।
বীণার বন্ধন যত
মুক্ত হয় ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে।

১৮

স্থরের বিরহী মম প্রাণ
ধুলায় রহিল পড়ি মূক ম্রিয়মাণ।
স্থর জাগে বীণাযন্ত্রে, প্রেম জাগে প্রাণে,
কোথা হতে কেহই না জানে।

১৯

প্রতি পদে শেষ অশেষের সুরে সুরে
মুগ্ধজীবনজয়সঙ্গীত
লয়ে যায় দূরে দূরে
জন্মমরণতরঙ্গ-চূড়ে চূড়ে।

২০

নীলিমার কূলে কূলে
হাসিতেছে ফেনপুষ্পরাশি।
চুমিতে না চুমিতেই
দেখি রে কোথাও নেই—
অতৃপ্ত প্রণয়-মোহে
সত্য চেয়ে স্বপ্ন ভালোবাসি।

২১

স্বপনে চুমিনু ফুল,
স্বপনে গাঁথিনু মালা,
স্বপনে দিয়েছি গলে।
স্বপনবাসিনী ওগো
তুমি কি পেয়েছ বালা,
চুমাটি ফুলের দলে?

২২

শুভ্রতায় নিমগন কাগজের লেখা।
অন্ধ আনন্দের ভরে
কবি আর চিত্রকরে
রেখার উপরে যায় বুলাইয়া রেখা।
মনে মানে অনুভবী
সেই কাব্য, সেই ছবি—
প্রাণের নয়নে যেন অদেখারে দেখা।

২৩

লবণাম্বু তৃষিতের
লাগে কোন্ কাজে !
ধরণীর কূলে কূলে
দুলে দুলে, ফুলে' ফুলে',
অহেতুক আনন্দের
অবিশ্রাম করতালি বাজে ।

২৪

গাঁটে গাঁটে টুটে টুটে
লতিকা কুসুমে সাজে।
ফুটিতে গেলেই ফুল
পুলকিত ব্যথা বাজে।

২৫

বন্ধু, তোমায় ভালোবাসি।
সেই ভালোতে ভালো লাগে
সকল অশ্রু সকল হাসি।

২৬

তারা ভাবে, ফুটি যদি কাননের ফুলে !
ফুল ভাবে, হই যদি তারা !
সারা নিশা স্বপ্নমোহে আপনারে ভুলে
দূরে দূরে এ কেমন ধারা !

২৭

যেই ফুল সেই তারা
শিশুমূর্তি সেই জননীর কোলে।
পথিক আপনহারা
মহেশের খুশি নিত্য পথ ভোলে।

২৮

রৌদ্রতাপে মুহ্যমান দিন।
বনের বিজনে জাগে বিরামবিহীন
ঝিল্লিধ্বনি।
ক্লান্ত পিক সাড়া দিয়ে আবার তখনি
থেমে যায়।
হুতাশসঞ্চারে বহে তরুবীথিকায়
মরুর বাতাস।
কেলিকদম্বের আর কূটজের বাস
মূর্ছিত রয়েছে ফুলে ফুলে।

প্রাণের গানের সুর ভুলে
পাণ্ডুর দিগন্তে চেয়ে আছি উদাসীন।
নিদাঘের দিন।

২৯

রোদের-টুক্‌রো-গাঁথা হার শতনরী
মাথায় গলায় পরি
বাতাসে অশথ ওঠে ঝল্‌মল্‌ করি
সারা দিনমান।

৬০

অশ্রুধৌত ধরণীর পশ্চিমসীমায়
মেঘচ্ছিন্ন গলিত আলোকে
শ্রাবণের সোনালি দিনান্তটুকু
সহসা লাগিল চোখে
অনাহত রাগিণীর গানের মতন।
ভাষা দিব মনে করি, বিফল যতন—
কথা নাই!

৩১

বিহঙ্গের-গান-হারা নিকুঞ্জভবনে
বৃষ্টিবিন্দুখচিত পল্লবে
থরে থরে
কল্কেফুলগুলি—
শ্যামের বাঁশিতে শত সোনার কুহর
সুরে সুরে সদাউন্মুখর।

৩২

শ্রাবণ প্রয়াণপথে ধরণীর ধুলে
ঝরাইয়া যায় শতে শতে মালতীর ফুলে
আশিস তাহার।

৩৩

শেফালি ঝরায়ে শরৎ এলে গো,
আকাশে আলোক পেয়েছে ছুটি।
ঘরের দুয়ারে এই পথ ফেলে
আঁচল লুটাতে ঠাঁই নাহি পেলে ?
পথে বসিয়া কি নয়নে তোমার
মেলিব মুগ্ধ নয়ন-দুটি !

৩৪

বনপুলকের কুঞ্জে
ফুল নাই ! মোর মানসমধুপ গুঞ্জে
ছায়ায় খচিত সুবর্ণ-স্মিত
চকিত আলোকপুঞ্জে ।

৩৫

শরফুলে
শীতের বাতাস বয়।
ওঠে দুলে দুলে
হিমঝুরি ফুলের ঝালর।
আমলকীবন অবহেলে
ঝরায় পুরানো পাতা।
ছুটির বাতাস বয়—
মেলে দেয় মন
লঘুমেঘ-আস্তরণ-বিছানো আকাশে।
বিহঙ্গের-গীত-রিক্ত বিবিক্ত প্রহরে
চুপে চুপে সুর ভরি উঠে
হৃদয়কুহরে।

৩৬

'দূর দূর চিরদূর'
তারকার মৌনে বাজে শুধু এই সুর।
তারকারই চোখে যবে আপনারে দেখি,
জনমের-মরণের-সীমা-মুছে-যাওয়া রূপ এ কী
দেখা দেয় জীবনের।··· উদাস বিধুর
সুর বাজে— 'দূর আরো দূর চিরদূর'।

৩৭

ধূ ধু করে স্বপ্নমরু
মাঘী পূর্ণিমার
চৌদিকে নিঃসীম ;
মগ্ন তায় একা তরু
নগ্ন শাখাসার
আমি মহানিম ।

৩৮

শালবীথিকায় সব তো ঝরে নি
পুরাতন পাতাগুলি,
নতুন পাতার সৌরভ শুধু পাই।
কোন্ সে গানের স্থর মনে ভাসে,
কথা বার বার ভুলি,
এমন দিনেও মূক হয়ে আছি তাই।

৩৯

আনমনে অহেতুক
চৈত্ররাতের ফুলে
যে মালা গেঁথেছি, কার
গলে দেবো তুলে !
ফেলিতে পারি নে, তার
বহিতে পারি নে ভার—
এখনো সুরভি সুর
বাজিছে মর্ম্মমূলে ।

৪০

ঘাটেও লাগে না পারেও লাগে না
এমন রে তোর না'টি,
স্রোতের টানেই ঘুরে ঘুরে মরে
সমান উজান ভাঁটি—
ওরে নেয়ে, তোর শূন্য সোনার না'টি।

৪১

বন্ধু, মনে হয় এই
জীবন কেবলই
কালের কমলপত্রে
অশ্রুমুক্তাবলী।

৪২

অন্তহীন আশাবাষ্পে
	এক-ফোঁটা নয়নের জল
পথতৃণ-'পরে তার
	আয়ু এক পল।

৪৩

পাখির প্রণাম তার গানে,
ফুলের প্রণাম তার প্রাণে
সুরভি ও মধু।
পলকবিহীন দুটি চোখে
চেয়ে দেখা শুধু এ আলোকে
প্রণাম আমার লও, বঁধু।

৪৪

নাহয় সুরের দিন হল অবসান,
ধুলায় মরিল ধ্বনি।
ফুল হয়ে সেথা ফুটিয়া উঠিল গান,
শুনিলেন দিনমণি।

৪৫

নিখিলের বুকের ভিতর
কথা নাই, আছে শুধু সুর—
সদা বাজে রুণু রুণু
যেন কার চরণনূপুর।

নিখিলের মুখানি হেরিনু,
বধূ যেন কথা নাহি জানে—
আলোছায়া অশ্রুহাসি
ঝিকিমিকি নয়ানে বয়ানে।

৪৬

পথের ধুলায় মোর রহিল প্রণাম।
চরণচিহ্নের ভিড়ে কি দিবা কি নিশা
নাই পথীপরিচয়, নাই পথদিশা—
অপরিচিতের মোর নাই নাম ধাম।
পথের ধুলায় তারে রহিল প্রণাম।

৪৭

ওগো ধুলায় বসিয়া চিরদিন গাই
মন্দারবন্দনা।
চিরজীবনের ব্যথা এ যে— মরি,
কথাকারু নয়, ছন্দ না।
কোন্ নন্দনে ফুটি স্বপ্নকুসুম
লুটি নিল দুটি নয়নের ঘুম ;
চুমায় কভু তো মিলিবে না চুম,
নিশ্বাস-সনে গন্ধ না।
ধুলায় বসিয়া চিরদিন তবু
মোর মন্দারবন্দনা।

৪৮

অকূলের কূলে কূলে
পসারিয়া হৃদয় আমার
ঘাটে ব'সে ভাবিতেছি—
কোথা তরী ! কে করিবে পার

৪৯

শেষ গান গাও পাখি,
এ পারের এ বনভবনে।
সমুদ্রের অন্য পারে
হয়তো বা বাসা নেই,
তবু বাসা ছেড়ে
উড়িবার এসেছে আহ্বান।

৫০

শুধু আলো শুধু ছায়া,
গন্ধে বর্ণে
পুষ্পে পর্ণে
বাতাসে অস্থির
শিহরিত সচকিত মায়া—
আজন্মের মোহের সঞ্চয়
কারেই বা দেবো!

৫১

জেগেছে জীবন

আঁধারের তল হতে আলোকউন্মুখ

কমলের মতো।

আলো তাই ভালোবাসি,

আলোকেই কাঁদি হাসি,

আলোকেই জীবনের

যতকিছু দুঃখ আর সুখ।

৫২

যে ভুবন জেগেছে নয়ানে
যে ভুবন ধরা দেয় গানে
মিল আছে ছুঁয়ে ?
পাখি উড়ে গেছে, ভুঁয়ে
একটি পালখ ফেলে।
সুখ পাই বুকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
দুখ পাই না কি ?

৫৩

অন্ধকার !

বিভীষিকা !

ভয় !

জোড়হাতে বলি, হে আলোক,

অন্তরেতে দেখা দাও !

মুখাবগুণ্ঠন

অপাবৃত করো হে পূষন্ !

আলোময় হোক

আমার ভুবন !

৫৪

তোমাতে জেগেছি আমি,
তোমাতেই লয় হব বলি
সদা বয়ে চলি।
মাঝপথে দুই সীমা
চুমে চুমে তরঙ্গভঙ্গিমা
জাগিছে কেবলই।

৫৫

শেষ হবে, শেষ হবে, শেষ হবে পালা—
আসরের আলো নিভে যাবে,
ফিরে যাবে লোক।
হাতের মুখের রঙ মুছে
তুইও যাবি
জানি নে কোথায়,
অঘোরে ঘুমাবি
ছল-করা কান্না আর হাসি
সব ভুলে গিয়ে।

৫৬

সুনিপুণ নটপনা

ঘুচেও ঘোচে না।

বেদনায় ভরে গিয়ে

দু চোখ উপচে পড়ে,

সে অশ্রু মোছে না—

ফিরে

আয়নায় দেখে।

৫৭

চ'লে যায় চ'লে যায় কাল
লঘুপদে সন্ধ্যা-সকাল,
প'ড়ে রয় বরণের ডালা।
চরণের চিন নাহি মিলে
গগনের নীলে,
পদে পদে জড়াইতে চায়
মিছে রবি-তারকার মালা।

৫৮

পথে যদি ফেলে যাই সব
বিত্তবিভব
দিশাহারা ডাকে
তখন কি লবে না আমাকে
হে পাগল, হে ভোলা মহেশ ?
ত্রিনয়নে কী মোহআবেশ ?
কেন গো নীরব ?…

বিত্তবিভব নাই,
যাহা ছিল আছে তাই—
একখানি প্রাণ।
সেই পাওয়া সেই খুঁজা,
সেই ফুল সেই পূজা,
সেই যদি বীণা মোর সেই মোর গান

৫৯

না— না— না—

ভাবনা-

সুপর্ণ গান করে শূন্যে

অকূল নীলিমা-মাঝে।

চকিত ডানায় বাজে—

না— না— না!

ঠিকানা

তীরের নীড়েরও নাই,

আলোকে আলোকে তাই

চমকায়—

না— না— না!

৬০

চরণরচিত এই পথ প'ড়ে আছে,
পথিকের নাই দেখা নাই

—